রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ২০, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

অপারেশন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২৩/৩০ কার্তিক ১৪৩০

নং **২৮.০০.০০০০.০২৬.৪০.০১১.১৮(অংশ).৯২**।—"বেসরকারি পর্যায়ে রিফাইনারি স্থাপন, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ ও বিপণন নীতিমালা-২০২৩" প্রজ্ঞাপনটি এতদসঙ্গে প্রকাশ করা হলো।

"বেসরকারি পর্যায়ে রিফাইনারি স্থাপন, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ ও বিপণন নীতিমালা-২০২৩"

১। ভূমিকা:

পরিবহণ, সেচ, কৃষি, বিদ্যুৎ, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং গৃহস্থালি খাতে জ্বালানি তেল দেশের কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির কারণে জ্বালানি তেলের চাহিদা, ব্যবহার, মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। সরকারের রূপকল্প-২০৪১ এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার জি-টু-জি ও টেন্ডার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশ হতে জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

মূল্য : টাকা ২৪.০০

দেশে ইতোমধ্যে বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত Catalytic Reforming Unit (CRU), Non-Catalytic Reforming Unit (Non-CRU) ও বিটুমিন প্ল্যান্ট, পেট্রোক্যামিকাল প্ল্যান্টে স্থানীয়/ আমদানিকৃত কনডেনসেট/ ন্যাফথা/ ক্রুড অয়েল ইত্যাদি ব্যবহার করে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদন করছে। বেসরকারি পর্যায়ে অধিক সংখ্যক রিফাইনিং প্ল্যান্ট স্থাপিত হলে দেশের রিফাইনিং ক্ষমতা ও জ্বালানি মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ সক্ষমতা ও সরবরাহ কার্যক্রমে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকেও উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণন কার্যক্রমে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

যেহেতু, বেসরকারি পর্যায়ে রিফাইনারি/ পেট্রোলিয়াম প্ল্যান্ট স্থাপন, আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ ও বিপণনে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন; সেহেতু অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, পরিবহণ ও বিপণনসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকাণ্ডে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:

২.১। এ নীতিমালা **"বেসরকারি পর্যায়ে রিফাইনারি স্থাপন, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ ও বিপণন নীতিমালা-২০২৩"** নামে অভিহিত হবে।

২.২। এ নীতিমালা বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত, স্থাপিতব্য এবং বিদেশি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে স্থাপিতব্য রিফাইনারি স্থাপন, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ ও বিপণনের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২.৩। এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

৩.১। দেশে জ্বালানি তেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণের জন্য রিফাইনারি স্থাপন এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সম্পৃক্তকরণ।

৩.২। জ্বালানি খাতে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী প্রযুক্তির ব্যবহার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৪। এ নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সমগ্র নীতিমালাকে নিম্নোক্ত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যা উক্ত নীতিমালার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে:

৪(ক) **প্রথম ভাগ:** বেসরকারি পর্যায়ে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল (ক্রুড অয়েল) আমদানিপূর্বক মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে রিফাইনারি স্থাপন।

৪(খ) **দ্বিতীয় ভাগ:** স্থাপিত রিফাইনারিতে আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিবহণ ও বিপণন।

৫। সংজ্ঞা/ নোট/ ব্যাখ্যা: বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়—

৫.১। "অপরিশোধিত জ্বালানি তেল" বলতে প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল/ বিটুমিনাস্ ক্রুড অয়েল/ কনডেনসেট ইত্যাদিকে বুঝাবে।

৫.২। "পরিশোধিত জ্বালানি তেল" অর্থ ন্যূনতম বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটশন (বিএসটিআই) নির্ধারিত মানমাত্রার উৎপাদিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য যেমন- ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন, কেরোসিন, জেট ফুয়েল, ফার্নেস অয়েল, মেরিন ফুয়েল ইত্যাদি।

৫.৩। "রিফাইনারি বা পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোলিয়াম পরিশোধনাগার" বলতে ক্রুড অয়েল/ বিটুমিনাস ক্রুড অয়েল/কনডেনসেট ইত্যাদি পরিশোধন/ প্রক্রিয়াকরণকারী প্ল্যান্টকে বুঝাবে, যেখানে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য উৎপাদিত হয়।

৫.৪। "বিটুমিন প্ল্যান্ট" বলতে ভারী ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রধানত বিটুমিনসহ অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্ল্যান্টকে বুঝাবে।

৫.৫। "বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান" বলতে 'কোম্পানি আইন ১৯৯৪' অনুযায়ী গঠিত ব্যক্তি/ যৌথ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে এবং যে বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ ও বিপণনে আগ্রহী এমন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান, যিনি/ যা একটি ব্যবসায়িক সত্তা হিসেবে আইনগতভাবে নিবন্ধিত এবং এ নীতিমালার সকল যোগ্যতা পূরণ করেছে এরূপ আবেদনকারীকে বুঝাবে।

৫.৬। "উপজাত (By-product)" বলতে ঘোষিত বা টেস্ট রানের সময় প্রাপ্ত Yield Pattern অনুযায়ী উৎপাদিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসমূহ ব্যতীত উৎপাদিত অন্যান্য সকল পণ্যসমূহকে বুঝাবে।

প্রথম ভাগ: বেসরকারি পর্যায়ে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে রিফাইনারি স্থাপন

৬। বেসরকারি পর্যায়ে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে রিফাইনারি স্থাপনে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান/ উদ্যোক্তার যোগ্যতা:

৬.১। **আবশ্যিক যোগ্যতা:**

৬.১.১। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জ্বালানি পণ্য উৎপাদন, বিপণন/ সরবরাহ ও প্ল্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

অথবা, এ সংক্রান্ত ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিদেশি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে Joint Venture চুক্তি থাকতে হবে;

অথবা, উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অন্য কোন পক্ষের সাথে কনসোর্টিয়াম গঠন করে থাকলে উক্ত পক্ষের জ্বালানি খাতে কোন প্রকল্প নির্মাণ/ পরিচালনার বা ভারী শিল্প নির্মাণ/ পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

৬.১.২। রিফাইনারি স্থাপনে আগ্রহী বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে যে কোন ৩ (তিন) বছরে বার্ষিক টার্নওভার ন্যূনতম ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা বা সমমূল্যের মার্কিন ডলার থাকতে হবে। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের/ যৌথ অংশীদারির অথবা কনসোর্টিয়ামের টার্নওভার এক্ষেত্রে বিবেচিত হবে।

৬.১.৩। বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে দেশে নিজস্ব কিংবা যৌথ মালিকানায় বার্ষিক ন্যূনতম ১৫ (পনেরো) লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিশোধন/ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা সম্পন্ন রিফাইনারি স্থাপন করতে হবে;

৬.১.৪। রিফাইনারিতে নিজস্ব জেটি সুবিধা থাকতে হবে;

৬.১.৫। বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের রিফাইনারিসহ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণের জন্য অর্থায়নের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে সরকারি আদেশ দ্বারা নির্ধারিত আর্থিক সামর্থের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে;

৬.১.৬। বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক সংস্থা (জাতিসংঘ, ওপেক, ডব্লিউটিও ইত্যাদি) কর্তৃক বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

৬.১.৭। প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Safety standard and Environment সম্পর্কিত Compliance মেনে চলতে হবে;

৬.১.৮। রিফাইনারি স্থাপন ও যাবতীয় অনুমোদন ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাকে আবেদনের সময় অফেরতযোগ্য ফি হিসেবে ১ (এক) কোটি টাকার পে-অর্ডার 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন' এর অনুকূলে প্রদান করতে হবে।

৬.২। **ঐচ্ছিক যোগ্যতা:** আবেদনকারীর নিম্নে বর্ণিত সুবিধাদি থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে—

৬.২.১। নিজস্ব ক্রুড অয়েল উৎস;

৬.২.২। ক্রুড অয়েল পরিবহণে নিজস্ব জাহাজ;

৬.২.৩। জ্বালানি তেল পরিবহণে নিজস্ব মালিকানাধীন কোস্টাল ট্যাংকার/ শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার/ বে-ক্রসিং ট্যাংকার, ট্যাংকলরী ইত্যাদি।

৭। অবকাঠামো নির্মাণ ও রিফাইনিং সুবিধা:

৭.১। সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোনো রিফাইনারি স্থাপন করা যাবে না;

৭.২। রিফাইনারি স্থাপন, অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিচালনের (Operation) ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট, ১৯৭৪; পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬; বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮ সহ সংশ্লিষ্ট আইন/ বিধি/ নীতিমালা/ নির্দেশাবলি প্রযোজ্য হবে। ভবিষ্যতে কোন আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন বা সংশোধন করা হলে তাও অনুসরণ করতে হবে;

৭.৩। বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থার অনুমতি নিয়ে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড ও কোড অনুযায়ী অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থাসহ রিফাইনারি/ প্ল্যান্ট, জেটি, লোডিং-আনলোডিং আর্মসহ প্লাটফর্ম, স্টোরেজ ট্যাংকসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে;

৭.৪। এ নীতিমালায় প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Codes, Standards, Laws এবং অন্যান্য নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) প্রতিপালন করতে হবে;

৭.৫। কেপিআই নীতিমালা বা সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসরকারি উদ্যোক্তা কর্তৃক নির্মিত/ নির্মিতব্য রিফাইনারিকে কেপিআইভুক্ত করতে পারবে।

৭.৬। বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিতব্য রিফাইনারির বার্ষিক পরিশোধন ক্ষমতা ন্যূনতম ১৫ (পনেরো) লক্ষ মেট্রিক হতে হবে। রিফাইনারি স্থাপনের ক্ষেত্রে রিফাইনিং সক্ষমতার নিরিখে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে কম জনবসতিপূর্ণ উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয় আদর্শ পরিমাণ জমির সংস্থান থাকতে হবে। উক্ত রিফাইনারিতে বিএসটিআই কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত মানমাত্রা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা থাকতে হবে;

৭.৭। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত রিফাইনারির অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রিফাইনিং সক্ষমতার নিরিখে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় স্টোরেজ সুবিধা থাকতে হবে। শুল্ক-করাদি যথাসময়ে পরিশোধের সুবিধার্থে ফীড ট্যাংক ব্যতীত অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের অন্যান্য ট্যাংকসমূহের অনুকূলে সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী বন্ডেড সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। সকল ট্যাংকের ক্যালিব্রেশন বিএসটিআই কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে এবং সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ রাখতে হবে;

৭.৮। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গ্যাস, তরল ও অন্যান্য বর্জ্য/ উপজাত নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানমাত্রা অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ প্ল্যান্টটি পরিবেশ দূষণরোধী সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত হতে হবে;

৭.৯। আধুনিক Crude Oil Refinery Effluent Treatment Plant থাকতে হবে;

৭.১০। রিফাইনারি স্থাপনের ক্ষেত্রে বিদেশ হতে পুরাতন প্ল্যান্ট আমদানিপূর্বক স্থাপন করা যাবে না। মানসম্মত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার স্বার্থে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রসেস লাইসেন্সসরের সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি থাকতে হবে;

৭.১১। অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, রিফাইনারি স্থাপন, জেটি ও ট্যাংক ফার্মসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; বন্দর কর্তৃপক্ষ; স্থানীয়/ জেলা প্রশাসন; বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; বিস্ফোরক পরিদপ্তর; ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর; কাস্টম কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমোদন/ অনুমতি/ ছাড়পত্র/ অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, প্রচলিত বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)/ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে;

৮। রিফাইনারি স্থাপনের আবেদন প্রক্রিয়া:

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান **অনুচ্ছেদ-৬** এ উল্লিখিত শর্তাবলি অনুসারে রিফাইনারি স্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদিসহ **ফরম-'ক'** পূরণপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন দাখিল করবে।

৮.১। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত প্ল্যান্টের উপর একটি সম্ভাব্যতা যাচাই (ফিজিবিলিটি স্টাডি) সম্পন্ন করার পর স্টাডি রিপোর্টের আলোকে রিফাইনারির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা, অপরিশোধিত তেলের সম্ভাব্য উৎস ও বিবরণ, উৎপাদিতব্য পণ্যের বিবরণ, বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা, পরিবহণ ব্যবস্থা, বিনিয়োগ ও আয়-ব্যয়সহ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Financial and Economic Analysis) সম্বলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রকল্প প্রস্তাব (Project Proposal);

৮.২। রিফাইনারি স্থাপনের জন্য জমির নিজস্ব মালিকানা সংক্রান্ত দলিলসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (দলিল-পর্চা, খাজনার দাখিলা ইত্যাদি) অথবা লীজ প্রাপ্ত জমির ক্ষেত্রে আবেদনের সময় হতে কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) বছর মেয়াদ রয়েছে এ ধরনের রেজিস্টার্ড লীজ চুক্তিপত্রের সার্টিফাইড কপি, যা ১ম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে;

৮.৩। আর্থিক সক্ষমতার প্রত্যয়নপত্র (Bank Solvency Certificate);

৮.৪। রিফাইনারি ও স্থাপনার লে-আউট প্ল্যান ও উৎপাদন ধরন (Conceptual Process Flow Diagram, Yield Pattern);

৮.৫। রিফাইনারি এবং স্থাপনাসমূহের বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নকশা (Lay-Out Plan);

৮.৬। প্রতিষ্ঠান অথবা উদ্যোক্তার আয়কর সনদ এবং পূর্বের বছরের আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র, যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের আয়কর সনদ (পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখসহ)।

৮.৭। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এবং মেমোরেন্ডাম এ্যান্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন;

৮.৮। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র;

৮.৯। প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি;

৮.১০। ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি;

৮.১১। গেজেটেড সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনকারীর (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারীর) সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;

৮.১২। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধের চালান/ পে-অর্ডার;

৮.১৩। জনবলের বিবরণ;

৮.১৪। ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতির তালিকা এবং অনুমোদিত লে-আউট;

৮.১৫। প্ল্যান্টে উৎপাদিত/ উৎপাদিতব্য পণ্যের ও উপজাতের নির্ধারিত Yield Pattern/ Range এর ঘোষণা পত্র;

৮.১৬। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে অনুমোদিত অগ্নিনির্বাপণ প্ল্যান;

৮.১৭। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের অনাপত্তি;

৮.১৮। বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর অনুমতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

৮.১৯। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন) এর অনাপত্তি;

৮.২০। ক্ষেত্র বিশেষে সরকার/ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য যে কোন কাগজপত্র;

৯। রিফাইনারি স্থাপনের অনুমতির আবেদন নিষ্পত্তি:

৯.১। **অনুচ্ছেদ-৬** এ বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণে **অনুচ্ছেদ-৮** এ বর্ণিত দলিলাদিসহ আবেদনপত্র জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী আবেদনের বিষয়ে বিপিসি সরেজমিন যাচাইপূর্বক ১ (এক) মাসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে। উক্ত প্রতিবেদন/ সুপারিশ বিশ্লেষণপূর্বক সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্নের পর সন্তোষজনক বিবেচিত হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আবেদনকারীর অনুকূলে রিফাইনারি স্থাপনের প্রাথমিক অনুমতি প্রদান করবে। সন্তোষজনক বা গ্রহণযোগ্য না হলে বিষয়টি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আবেদনকারীকে অবহিত করবে।

৯.২। প্রাথমিক অনুমতি গ্রহণের পর আবেদনকারী যদি প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে রিফাইনারি স্থাপন না করে স্থান পরিবর্তন করতে চায়, সেক্ষেত্রে বিপিসি হতে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ স্থান পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে, তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে স্থান পরিবর্তনের জন্য আবেদনপত্রের সাথে অফেরতযোগ্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার পে-অর্ডার 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন' এর অনুকূলে প্রদান করতে হবে;

৯.৩। উদ্যোক্তা প্রাথমিক অনুমতি পাওয়ার ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে রিফাইনারি স্থাপন/ বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা (Time Bound Plan) বিপিসিতে দাখিল করবে।

৯.৪। রিফাইনারি স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছরের মধ্যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহ হতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন, ছাড়পত্র, অনাপত্তিপত্র ও লাইসেন্স সংগ্রহপূর্বক প্ল্যান্ট স্থাপনসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। রিফাইনারি স্থাপনের পর কমিশনিং বা টেস্ট রান সম্পন্ন করার ২ (দুই) মাসের মধ্যে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে। অনুমোদিত সময়ে প্ল্যান্ট স্থাপন করা সম্ভব না হলে উদ্যোক্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যৌক্তিকতা যাচাইপূর্বক বিপিসির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ১

(এক) বছর সময় বৃদ্ধি করতে পারবে। বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্ল্যান্ট স্থাপন করা সম্ভব না হলে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সময় বৃদ্ধির জন্য পুনরায় আবেদন করলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বিপিসির মাধ্যমে যৌক্তিক কারণসমূহ যাচাই করে ২য় দফায় অতিরিক্ত ১ (এক) বছর সময় বৃদ্ধি করতে পারবে। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে প্ল্যান্ট স্থাপন সম্ভব না হলে অনুমতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

১০। রিফাইনারি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া:

১০.১। রিফাইনারি পরিচালনার চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার লক্ষ্যে **অনুচ্ছেদ-১২.১** এর বর্ণনা অনুযায়ী অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক আবেদনকারী ব্যক্তি/ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে বিস্তারিত তথ্য উল্লেখপূর্বক টেস্ট-রান সম্পাদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন করবে;

১০.২। আবেদনপত্র বিবেচনায় টেস্ট-রান সম্পাদনের জন্য বিপিসি কর্তৃক একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি প্রাথমিকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত রিফাইনারি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক টেস্ট-রান কার্যক্রম সম্পাদন ও পর্যবেক্ষণ করবে। টেস্ট-রান সম্পাদনের পর কমিটি উৎপাদিত পণ্যের মান বিশ্লেষণপূর্বক Yield Pattern নির্ধারণ করত চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিস্তারিত প্রতিবেদন বিপিসিতে দাখিল করবে। বিপিসি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য তা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

১০.৩। উক্ত প্রতিবেদন/ সুপারিশ বিশ্লেষণপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আবেদনকারীর অনুকূলে রিফাইনারি পরিচালনার বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে অথবা গ্রহণযোগ্য না হলে তা পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করবে।

১১। ইতোমধ্যে স্থাপিত প্ল্যান্ট/ রিফাইনারি এ নীতিমালার আওতায় কার্যক্রম পরিচালনার আবেদন প্রক্রিয়া ও আবেদন নিষ্পত্তি:

১১.১। ইতোমধ্যে স্থাপিত রিফাইনারিসমূহ এ নীতিমালার আওতায় কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহী হলে **অনুচ্ছেদ-৬** এ বর্ণিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে **অনুচ্ছেদ-৮** এ বর্ণিত কাগজ পত্রাদির প্রমাণকসহ (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী) **'ফরম-ক'** এর আলোকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন করবে।

১১.২। এ বিষয়ে বিপিসি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি আবেদনপত্র ও দাখিলকৃত প্রমাণকসমূহ পর্যালোচনা ও সরেজমিন রিফাইনারি পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে।

১১.৩। উক্ত প্রতিবেদনের/ সুপারিশ বিশ্লেষণপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে নীতিমালার আওতায় রিফাইনারি পরিচালনার বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে অথবা গ্রহণযোগ্য না হলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবে।

১২। অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি ও পরিবহণ ব্যবস্থাপনা:

১২.১। রিফাইনারি স্থাপনের পর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির লক্ষ্যে টেস্ট-রান পরিচালনার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট রিফাইনারি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনাপত্তি (NOC) গ্রহণ সাপেক্ষে নিজস্ব উদ্যোগে এবং নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় বিপিসি/ বিএসটিআই অনুমোদিত মানমাত্রার পণ্য উৎপাদনের উপযোগী অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করতে পারবে;

১২.২। টেস্ট-রান সফলভাবে সম্পাদিত হলে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/ বিপিসির অনাপত্তি (NOC) নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে এবং নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম বিএসটিআই অনুমোদিত মানমাত্রার পণ্য উৎপাদনের উপযোগী অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করতে পারবে;

১২.৩। বেসরকারি পর্যায়ে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করতে হলে লাইসেন্স প্রাপ্ত/ সরকারি অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট, ১৯৭৪; পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ অনুযায়ী বিপিসির সাথে আবশ্যিকভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং এ জন্য চুক্তিতে বর্ণিত (সরকার/ বিপিসি কর্তৃক নির্ধারিত) হারে রয়্যালিটি বিপিসিকে প্রদান করতে হবে;

১২.৪। আমদানি পরিকল্পনা ও প্ল্যান্টের পরিশোধন/ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার অধিক বা অনুমোদিত পরিমাণের বেশি অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করা যাবে না;

১২.৫। অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি ও পরিশোধনের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল বিধি-বিধান ও পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ এবং প্রতিপালন করতে হবে;

১২.৬। অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ ও বিপণনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ট্যাক্স, ভ্যাট, অন্যান্য শুল্ক-করাদি পরিশোধ করতে হবে;

১২.৭। আন্তর্জাতিকভাবে বণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত দেশ হতে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করা যাবে না;

১২.৮। সরকার/ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে ক্রুড অয়েল পরিবহণের লক্ষ্যে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত পরিবহণ ব্যবহার করতে হবে;

১২.৯। আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেল শুধুমাত্র প্ল্যান্টের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেল কোন ক্রমেই দেশের অভ্যন্তরে অন্য কোথাও, খোলা বাজার, অন্য কোন প্ল্যান্টে বিক্রয়, সরবরাহ বা রপ্তানি করা যাবে না;

১২.১০। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপিসি প্রান্তে আমদানি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রতি বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পরবর্তী পঞ্জিকা বছরের মাস-ভিত্তিক আমদানিতব্য পরিমাণের স্বপক্ষে বিপিসি হতে অনাপত্তি পত্র (NOC) গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, আমদানিতব্য অপরিশোধিত জ্বালানি তেল হতে উৎপাদিত পণ্যের মাস ভিত্তিক হিসাব বিপিসির নিকট প্রদান করতে হবে;

১২.১১। বাৎসরিক চাহিদা অবহিতকরণের পাশাপাশি প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরবর্তী মাসের অপরিশোধিত তেলের আমদানিতব্য, প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিমাণ এবং উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ও মোট মজুদের হিসাব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদিত ছকে বিপিসির নিকট প্রেরণ করতে হবে;

১২.১২। Yield Pattern অনুযায়ী প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসে প্ল্যান্টে উৎপাদিত ও বিপণনকৃত সকল পণ্যের তথ্য এবং প্রতি পঞ্জিকাবর্ষ শেষে মোট আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল, উৎপাদিত ও বিপণনকৃত পণ্যের হিসাব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিপিসির নিকট প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ দাখিল করতে হবে;

১২.১৩। আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ ও উৎপাদনের বিষয়টি বিপিসি কর্তৃক গঠিত কমিটি যাচাই করে নিশ্চিত করবে এবং বিপিসি কর্তৃক নিজস্ব প্রক্রিয়ায় অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি কার্যক্রম তদারক করা হবে;

১২.১৪। আমদানিতব্য অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের (ক্রুড অয়েল) ক্রয় মূল্য (FOB Price) আন্তর্জাতিক বাজার দর Platts Rate (Crude Oil Marketwire) অনুযায়ী Brent (Dated) (PCAAS00) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্চনীয়। Platts এ প্রকাশিত মূল্যের চেয়ে (FOB Price) বেশি হলে তা Over-invoicing হিসেবে গণ্য হবে;

১২.১৫। অপরিশোধিত জ্বালানি তেলবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গরে আগমনের কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূর্বে আবশ্যিকভাবে বিপিসিকে অবহিত করতে হবে। পরবর্তীতে জাহাজ বহিঃনোঙ্গরে আগমন করলে বিপিসি বা এর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তি আমদানিকৃত/ আমদানিতব্য অপরিশোধিত জ্বালানি তেলবাহী জাহাজ পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ ও তার গুণগতমান ও পরিমাণ পরীক্ষা করতে পারবে;

১২.১৬। প্রতিটি পার্সেল/ জাহাজের আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের Quality Certificate, Bill of Lading, Certificate of Origin, Commercial Invoice ইত্যাদি জাহাজ চট্টগ্রাম বা মোংলা আউটার এন্কোরেজ বা সরাসরি জেটিতে বার্থ করার ২ (দুই) কার্য দিবসের মধ্যে বিপিসি কর্তৃক নিয়োজিত তদারকি প্রতিষ্ঠান এবং বিপিসির নিকট দাখিল করবে;

১২.১৭। অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির পর প্রয়োজনীয় পরিমাণ লাইটার বা পরিবহণের জন্য নিজস্ব মালিকানায় বা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ৩,০০০ (তিন হাজার) মেট্রিক টন পরিবহণে সক্ষম ৩/ ৪ টি কোস্টাল ট্যাংকার থাকতে হবে, যার প্রতিটি ডাবল হাল-ডাবল বটম বিশিষ্ট হতে হবে;

১২.১৮। ক্রুড অয়েল পরিবহণকালে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ঝুঁকি এড়ানোর লক্ষ্যে ক্রুড অয়েল পরিবাহী জাহাজের বয়সসীমা International Maritime Organization (IMO) Convention/ Rules অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) বছর হতে পারবে, এর উর্ধ্বে হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না;

১২.১৯। ক্রুড অয়েল পরিবহণে ঝুঁকি এড়ানোর লক্ষ্যে ক্রুড অয়েল পরিবাহী জাহাজকে OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) এর নির্ধারিত গাইডলাইন অনুসরণ করতে হবে;

১২.২০। বিপিসি ও উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের এর মধ্যে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন সম্পর্কিত স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তাবলী ও সরকারি আইন/ বিধিবিধান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ উদ্যোক্তা যথাযথভাবে প্রতিপালন না করলে বিপিসি অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি ও বিপণনের অনুমোদন স্থগিত বা বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

১২.২১। আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল কোন বেআইনি (Unlawful) বা ধ্বংসাত্মক (Offensive) কাজে ব্যবহার করা যাবে না। আমদানি নিষিদ্ধ বা ঘোষিত পরিমাণের অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করা যাবে না। এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেলে দেশের প্রচলিত আইন ও **অনুচ্ছেদ-১২.২০** অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১২.২২। মাদার ভেসেল হতে লাইটার জাহাজের মাধ্যমে প্ল্যান্টে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিবহণের ক্ষেত্রে নদী/ সমুদ্র দূষণজনিত কোন ক্ষয়-ক্ষতি সংঘটিত হলে বেসরকারি রিফাইনারি কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকবে;

১২.২৩। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব উদ্যোগে এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিদেশ হতে প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (প্ল্যান্ট ডিজাইন অনুযায়ী) আমদানি করতে পারবে এবং তা মজুদের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে/ ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামো গড়ে তুলবে।

১২.২৪। আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে প্রাপ্য পণ্য যানবাহনে/ যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের ফলে যন্ত্রপাতি (যেমন- মোটরযান, ইঞ্জিন ইত্যাদি) বা পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে এমন কোন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করা যাবে না।

১২.২৫। আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল হতে বিপিসি অনুমোদিত পণ্য ব্যতীত অন্য কোন পণ্য উৎপাদন করা যাবে না।

১২.২৬। কোন কারণে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে বেসরকারি রিফাইনারিসমূহ তা ৪৫-৬০ দিন পূর্বে আবশ্যিকভাবে বিপিসিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

১৩। রিফাইনারি স্থাপনের অনুমতি/ অনাপত্তি (NOC) বাতিলকরণ:

অনুমতি/ অনাপত্তি (NOC) নিম্নোক্ত কারণে স্থগিত/ বাতিল করা যাবে:

১৩.১। অনুমতিপত্র, চুক্তি এবং নীতিমালার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে;

১৩.২। উৎপাদিত জ্বালানি তেলের বিএসটিআই নির্ধারিত মানমাত্রা নিশ্চিতকরণে ব্যর্থ হলে;

১৩.৩। প্ল্যান্ট পরিচালনায় আন্তর্জাতিক কোড ও স্ট্যান্ডার্ড এবং দেশে প্রচলিত বিধিবিধান অনুসরণ না করলে;

১৩.৪। ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানি তেলের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া গেলে;

১৩.৫। রিফাইনারির বর্জ্য নিষ্কাশনের ফলে প্রাণ ও প্রকৃতির ক্ষতিসাধন হলে;

১৩.৬। নিয়োগকৃত ডিলার/ ডিলারগণ কর্তৃক বিএসটিআই অনুমোদিত মানমাত্রার জ্বালানি তেল ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয়/ বিপণনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্যর্থ হলে;

১৩.৭। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকৃত ডিলার ব্যতিত অন্য কোন মাধ্যমে জ্বালানি তেল বিক্রয় করা হলে;

দ্বিতীয় ভাগ: স্থাপিত রিফাইনারিতে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিবহণ ও বিপণন

১৪। বেসরকারি রিফাইনারির উৎপাদিত জ্বালানি তেল সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থাপনা:

১৪.১। রিফাইনারির চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তি/ থাকা সাপেক্ষে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ও ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিকট আবেদন দাখিল করবে। আবেদন প্রাপ্তির পর রিফাইনারি স্থাপনের অনুমতি পত্রের শর্তাবলী ও চূড়ান্ত অনুমোদন বিবেচনা করে রিফাইনারিতে উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনের অনুমতি প্রদান করবে। প্রদত্ত অনুমতির আলোকে ব্যবসা পরিচালনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান বিপিসির সাথে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি (Sale-Purchase Agreement) সম্পাদন করবে। দুইটি প্রক্রিয়ায় বেসরকারি রিফাইনারির উৎপাদিত জ্বালানি পণ্য সরবরাহ/ বিপণন/ রপ্তানি করবে।

১৪.১.১। বাল্ক আকারে বিপিসিতে সরবরাহ:

(ক) বেসরকারি রিফাইনারি বিপণন কার্যক্রম শুরুর প্রথম ৩ (তিন) বছর ৬০% (ষাট) প্রধান প্রধান জ্বালানি তেল (ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন, জেটএ-১ ও ফার্নেস অয়েল) সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিপিসিকে সরবরাহ করবে। অবশিষ্ট ৪০% (চল্লিশ) জ্বালানি তেল নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধিত বিপণন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিপণন করবে।

(খ) বিপণন নেটওয়ার্কের স্বল্পতার কারণে ৪০% (চল্লিশ) জ্বালানি পণ্য বিপণনে সক্ষম না হলে এর যে কোন পরিমাণ বিপিসির নিকট বিক্রয় করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সরবরাহের ন্যূনতম ২ (দুই) মাস পূর্বে বিপিসিকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিপিসির চাহিদা থাকা সাপেক্ষে গ্রহণ করা হবে।

(গ) চাহিদা ও সংশ্লিষ্ট রিফাইনারির বিগত ৩ (তিন) বছরের পরিচালন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে পরবর্তী ২ (দুই) বছর উৎপাদিত প্রধান প্রধান জ্বালানি তেলের সর্বোচ্চ শতকরা ৫০% (পঞ্চাশ) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধিত বিপণন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিপণনের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে অথবা, বিপিসি ও বেসরকারি রিফাইনারির মধ্যে স্বাক্ষরিত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ বা হার অনুযায়ী বিপিসিকে সরবরাহ করবে।

(ঘ) বিপিসি প্রান্তে চাহিদা না থাকলে বিপিসির অনাপত্তি (NOC) গ্রহণপূর্বক সরকারি বিধি-বিধান ও নিয়মাবলী/ নির্দেশনা অনুসরণ করে উৎপাদিত জ্বালানি তেল নিজ উদ্যোগ/ ব্যবস্থাপনায় রপ্তানি করবে।

(ঙ) উপজাত (By-product) হিসেবে উৎপাদিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসমূহ চাহিদা থাকা সাপেক্ষে বিপিসি গ্রহণ করতে পারবে। চাহিদা না থাকলে বিপিসির অনুমতি/ অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেশের অভ্যন্তরে বিপণন ও বিদেশে রপ্তানি করতে পারবে। বিষয়টি বিপিসির সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি পার্সেলের বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি বিপিসিকে অবহিত করবে।

১৪.১.২। উৎপাদিত জ্বালানি তেল নিজস্ব বিপণন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিপণন পদ্ধতি:

(ক) বেসরকারি রিফাইনারির সক্ষমতা যাচাইপূর্বক দেশব্যাপী অঞ্চল ভিত্তিক জ্বালানি তেলের চাহিদা নিরূপণ করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বিপিসির সুপারিশক্রমে বেসরকারি রিফাইনারির অনুকূলে ফ্র্যাঞ্চাইজি/ ডিলারের সংখ্যা চূড়ান্ত করবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদিত সময় ও সংখ্যার ভিত্তিতে বেসরকারি রিফাইনারি নিজস্ব ভূমিতে অথবা ফ্র্যাঞ্চাইজি/ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে।

(খ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশিত সংখ্যা অনুযায়ী বেসরকারি রিফাইনারি কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব অর্থায়নে/ ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়োগের মাধ্যমে বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। নির্ধারিত সময়ে যে সংখ্যক বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে তা ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সংখ্যার অনুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

(গ) সারাদেশে অনুমোদিত/ স্থাপিত যে সকল সিএনজি এবং এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশনে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের অনুমোদন নেই, সে সকল গ্যাস ফিলিং স্টেশনকে বেসরকারি উদ্যোক্তা ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে নিযুক্ত করে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত স্থাপনায় জ্বালানি তেল বিক্রয় করতে পারবে;

(ঘ) এছাড়া, বিপিসির জ্বালানি তেল বিপণন কোম্পানি (পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ও যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড) এর নিবন্ধিত ডিলারগণ কোম্পানির সাথে স্বেচ্ছায় স্থায়ীভাবে চুক্তি অবসায়ন করে বেসরকারি রিফাইনারির ফ্র্যাঞ্চাইজি হতে পারবে। এসব ফ্র্যাঞ্চাইজি বেসরকারি রিফাইনারির প্রতিনিধি হিসেবে ভোক্তা প্রান্তে জ্বালানি তেল বিক্রয় করতে পারবে।

১৪.২। তবে, বেসরকারি রিফাইনারির পক্ষে প্রথম ৩ (তিন) বছরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা কিছুটা সময় সাপেক্ষ বিবেচনায় উক্ত সময়ের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে বেসরকারি রিফাইনারি তাদের উৎপাদিত জ্বালানি তেল (ডিজেল) বিপণন কোম্পানির আগ্রহী ডিলারদের অনুকূলে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করতে পারবে। এক্ষেত্রে বেসরকারি রিফাইনারি আগ্রহী ডিলারদের তালিকা ও সরবরাহকৃত ডিজেলের পরিমাণ নিয়মিত প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বিপিসি ও সংশ্লিষ্ট বিপণন কোম্পানিকে অবহিত করবে।

১৫। দূরত্ব:

বেসরকারি রিফাইনারির নিবন্ধিত ফ্র্যাঞ্চাইজি/ ডিলার কর্তৃক ফিলিং স্টেশন স্থাপনের ক্ষেত্রে নতুন ফিলিং স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত দূরত্ব প্রযোজ্য হবে।

১৬। জমির পরিমাণ/ আকার/ আয়তন:

বেসরকারি রিফাইনারির নিবন্ধিত ফ্র্যাঞ্চাইজি/ ডিলার কর্তৃক ফিলিং স্টেশন স্থাপনে জমির পরিমাণ/ আকার/ আয়তনের ক্ষেত্রে নতুন ফিলিং স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত জমির পরিমাণ/ আকার/ আয়তন প্রযোজ্য হবে।

১৭। জ্বালানি তেল পরিবহণ ব্যবস্থাপনা:

১৭.১। উৎপাদিত পণ্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিবহণ করার লক্ষ্যে নিজস্ব মালিকানায় বা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ১৫০০-২০০০ মেট্রিক টন তেল পরিবহণে সক্ষম ৪/৫টি কোস্টাল ট্যাংকার এবং ৮০০-১০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ৪/৫টি বে-ক্রসিং শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার থাকতে হবে। এসব জাহাজ আবশ্যিকভাবে ক্লাস শ্রেণিভুক্ত এবং ডাবল হাল-ডাবল বটম বিশিষ্ট হতে হবে;

১৭.২। নদীপথে পরিবহণ কম হলে সে ক্ষেত্রে সড়কপথে পরিবহণের জন্য পর্যাপ্ত ট্যাংকলীর ব্যবস্থা থাকতে হবে। ট্যাংকলরীর ধারণক্ষমতা ন্যূনতম ৯,০০০ (নয় হাজার) লিটার থেকে সর্বোচ্চ ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে;

১৭.৩। বেসরকারি উদ্যোক্তার মালিকানাধীন জাহাজ, ট্যাংকলরী ও বিপণন নেটওয়ার্কসমূহ আবশ্যিকভাবে নিজস্ব লোগো'র মাধ্যমে চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৮। বেসরকারি রিফাইনারির নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত ও নিবন্ধিত ডিলার/ ফ্র্যাঞ্চাইজির মাধ্যমে জ্বালানি তেল বিপণনে পালনীয় শর্তাবলি:

১৮.১। বেসরকারি রিফাইনারি কর্তৃপক্ষ সরকার/ বিপিসি কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী দেশব্যাপী বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে।

১৮.২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদিত স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও বিপণন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা যাবে না। এসব নেটওয়ার্ক আবশ্যিকভাবে উদ্যোক্তার নিজস্ব 'লোগো'র মাধ্যমে চিহ্নিত হতে হবে।

১৮.৩। অনুমোদিত ডিলার/ ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তিবদ্ধ উৎসের জ্বালানি তেল ব্যতীত অন্য কোন উৎসের জ্বালানি তেল সংগ্রহ বা বিপণন করতে পারবে না।

১৮.৪। বেসরকারি রিফাইনারির জ্বালানি তেল পরিবাহী ট্যাংকার ও ট্যাংকলরী ভিন্ন রং ও 'লোগো'র মাধ্যমে চিহ্নিত থাকতে হবে।

১৮.৫। বেসরকারি রিফাইনাররিকে আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে। উৎপাদিত পণ্যের মান সময় সময় বিএসটিআই কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মানের হতে হবে।

১৮.৬। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সরকার/ বিপিসি নির্ধারিত মূল্যে জ্বালানি তেল বিক্রয় করবে।

১৮.৭। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত বিপণন নেটওয়ার্ক দেশে ভোক্তা প্রান্তে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল সরবরাহ অব্যাহত রাখবে। জ্বালানি তেলের কোনরূপ কৃত্রিম সংকট তৈরি করা যাবে না।

১৮.৮। বেসরকারি পর্যায়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়োগকৃত ফিলিং স্টেশন/ ডাইরেক্ট কাস্টমার/ ফ্র্যাঞ্চাইজি/ ডিলারদের তালিকা (নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদিসহ) বিপিসিতে দাখিল করতে হবে।

১৮.৯। বেসরকারি রিফাইনারি কর্তৃক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদিত ফ্র্যাঞ্চাইজিসমূহে জ্বালানি তেলের মজুদ ও বিক্রয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রতি মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের প্রতিবেদন বিপিসিতে দাখিল করতে হবে।

১৮.১০। বিপিসি/ বিপিসির অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে সময়ে সময়ে এসব নেটওয়ার্কের বিক্রয়, মজুদ ও গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাই বাছাই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরির্দশনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

১৮.১১। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বিদ্যমান ও সময়ে সময়ে জারিকৃত ফিলিং স্টেশন সংক্রান্ত নীতিমালার শর্ত ও অন্যান্য পরিপত্রের শর্তসমূহ অনুমোদিত ডিলার/ ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৮.১২। কোন পঞ্জিকাবর্ষের জন্য প্রতিশ্রুত পরিমাণ জ্বালানি তেল সরবরাহে ব্যর্থ হলে উক্ত পরিমাণ জ্বালানি তেল বিপিসি কর্তৃক আমদানিপূর্বক চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়/ সংশ্লেষ ঘটবে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানকে তার সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ **অনুচ্ছেদ-২০** ও **অনুচ্ছেদ-২১** এর বর্ণনার আলোকে বিপিসির অনুকূলে প্রদান করতে হবে।

১৮.১৩। পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন পেট্রোলিয়াম/ জ্বালানি পণ্য বিপণন করা যাবে না।

১৮.১৪। **অনুচ্ছেদ-১৬** এ উল্লিখিত শর্তের ব্যত্যয় হলে ফ্র্যাঞ্চাইজির অনুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৯। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে জ্বালানি তেলের বিপিসি প্রান্তে ক্রয়-মূল্য এবং ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ:

১৯.১। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জ্বালানি তেল বিপণনেও জ্বালানি তেলের গ্রেড ভিত্তিক মূল্য কাঠামোতে লিটার প্রতি বিভিন্ন উপাদান যেমন- ট্রান্সফার প্রাইস, মূসক, ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক, পরিবহণ ব্যয়, কোম্পানির মুনাফা, ডিলার্স কমিশন ইত্যাদি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

১৯.২। বেসরকারি রিফাইনারি হতে জ্বালানি তেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিপিসি প্রান্তে ক্রয়-মূল্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/ বিপিসি কর্তৃক জারিকৃত প্রাইসিং ফর্মুলা দ্বারা নির্ধারিত হবে।

১৯.৩। বেসরকারি রিফাইনারি হতে উৎপাদিত জ্বালানি তেল সরকার/ বিপিসি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে হবে। অর্থাৎ, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ভোক্তা পর্যায়ে একই পণ্যের খুচরা বিক্রয়মূল্য অভিন্ন হবে।

১৯.৪। বেসরকারি খাতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিপণনকৃত জ্বালানি তেলের (ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রোল) ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় মূল্য বিদ্যমান মূল্য কাঠামোর আলোকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/ বিপিসি নির্ধারণ/ পুনর্নির্ধারণ করবে।

২০। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও দাবি করার অধিকার:

২০.১। বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি বা রিফাইনারির পরিশোধনের শর্ত অনুযায়ী কাঁচামাল আমদানিপূর্বক পরিশোধিত পণ্য বিপিসিকে সরবরাহে ব্যর্থ হলে এবং তার এরূপ ব্যর্থতার কারণে বিপিসি/ সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিপিসি ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে।

২০.২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি ও বেসরকারি উদ্যোক্তার প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ক্ষতিপূরণ নিরূপণ করবে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উদ্যোক্তা ক্ষতিপূরণের অর্থ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিপিসিকে প্রদান করবে।

২১। নিরাপত্তা জামানত:

২১.১। বেসরকারি উদ্যোক্তাকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর পূর্বে নিরাপত্তা গ্যারান্টি হিসেবে বিপিসির অনুকূলে ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে।

২১.২। নিরাপত্তা জামানত প্রাপ্তির পর বিপিসি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্বি-পাক্ষিক পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।

২২। বিপিসির মার্জিন:

বেসরকারি রিফাইনারি কর্তৃপক্ষ বিপণন কার্যক্রমে যুক্ত হলে বিপিসির জ্বালানি তেলের বাজার অংশীদারিত্ব কিছুটা হ্রাস পাবে। বিপিসির পরিচালন ব্যয় অপরিবর্তিত থাকবে। মুনাফা ও পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে সমতা বিধানের স্বার্থে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জ্বালানি তেল বিপণনে বিপিসিকে প্রতি লিটারে ১ (এক) টাকা হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করবে। আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিশোধন শেষে Yield Pattern অনুযায়ী উৎপাদিতব্য জ্বালানি তেলের পরিমাণ অনুসারে বিপণনের পূর্বে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিপিসিকে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করবে।

বিবিধ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ উভয় অংশের জন্য অনুসৃত বিধানাবলী)

২৩। মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:

২৩.১। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনতম বিএসটিআই নির্ধারিত মানমাত্রার জ্বালানি পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করতে হবে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বিএসটিআই এর মান সমন্বয় করে বিদ্যমান মানমাত্রার পরিবর্তন/সংশোধন/পরিবর্ধন করার অধিকার সংরক্ষণ করবে;

২৩.২। সময়ে সময়ে বিএসটিআই নির্ধারিত ও পুনর্নির্ধারিত মানমাত্রার জ্বালানি পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা থাকতে হবে;

২৩.৩। সংশ্লিষ্ট রিফাইনারির পণ্যের গুণগতমান পরীক্ষণে আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি থাকতে হবে এবং উক্ত ল্যাবরেটরি বিএসটিআই কর্তৃক প্রত্যায়িত এবং ISO Certified হতে হবে;

২৩.৪। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিএসটিআই, বিপিসি বা মনোনীত তেল বিপণন কোম্পানি বেসরকারি রিফাইনারির প্ল্যান্ট/ স্টোরেজ ট্যাংক/ বিপণন নেটওয়ার্ক/ পেট্রোল পাম্প ইত্যাদি হতে নমুনা সংগ্রহ এবং মান পরীক্ষণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে। এ বিষয়ে বেসরকারি রিফাইনারি কর্তৃপক্ষ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে;

২৩.৫। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিপণনকৃত জ্বালানি তেলের মান বিএসটিআই নির্ধারিত মানমাত্রা অনুযায়ী না হলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্তৃপক্ষ দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী উক্ত রিফাইনারি/ ডিলারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

২৩.৬। জ্বালানি তেলের সাথে কোন প্রকার Adultration করা যাবে না। Adultration-এর প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

২৪। মালিকানা পরিবর্তন বা হস্তান্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

২৪.১। রিফাইনারি স্থাপনপূর্বক ব্যবসা পরিচালনার মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পর সম্পূর্ণ মালিকানা বা স্বত্ব পরিবর্তন/ হস্তান্তর করা যাবে;

২৪.২। ব্যবসা পরিচালনার ৫ (পাঁচ) বছর পর উদ্যোক্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যৌক্তিক কারণ বিবেচনা করে বিপিসির মাঠ প্রতিবেদন অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ মালিকানা হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করতে পারবে।

২৪.৩। কোন ফিলিং স্টেশন/ ডিলার/ ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম পরিবর্তন করতে হলে চুক্তিবদ্ধ/ প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

২৪.৪। কোন ফিলিং স্টেশন/ ডিলার/ ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রয় করতে চাইলে অথবা শেয়ার বিক্রয় করতে চাইলে ফিলিং স্টেশন/ ডিলার/ ফ্র্যাঞ্চাইজি স্ব স্ব চুক্তিবদ্ধ/ প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন করবে। চুক্তিবদ্ধ/ প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান তথ্য উপাত্ত যাচাই বাছাই করে বিক্রয় বা শেয়ার হস্তান্তরের অনাপত্তি/ অনুমতি প্রদান করে বিষয়টি বিপিসিকে অবহিত করবে। চুক্তিবদ্ধ/ প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের অনাপত্তি ব্যতীত কোন ফিলিং স্টেশন/ ডিলার/ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা অথবা শেয়ার হস্তান্তর করা যাবে না।

২৪.৫। কোন ফিলিং স্টেশন/ডিলার/ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকের মৃত্যু হলে তাঁর বৈধ ওয়ারিশগণ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিষয়টি কোম্পানিকে অবহিত করবে এবং যত দ্রুত সম্ভব বৈধ ওয়ারিশগণ নিজেদের মধ্যে বিষয়টি মীমাংসা করে ফিলিং স্টেশন/ ডিলার/ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালনার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ/প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানকে লিগ্যাল ডকুমেন্ট সরবরাহ করবে। চুক্তিবদ্ধ/প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান ডকুমেন্টসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ডিলারশীপ/মালিকানা নিয়ে কোন জটিলতা দেখা দিলে অথবা কোন মামলা মোকদ্দমা হলে তা ওয়ারিশগণ নিজেদের মধ্যে অথবা দেশের আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করবে।

২৫। পরিদর্শন:

২৫.১। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিএসটিআই, বিপিসি অথবা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসি কর্তৃক মনোনীত কোন প্রতিষ্ঠান যে কোন সময় জ্বালানি তেল আমদানির জাহাজ, আনলোডিং টার্মিনাল/জেটি, স্টোরেজ ট্যাংক, রিফাইনারি ও সরবরাহ/বিপণন ব্যবস্থা (ডিলার/ফিলিং স্টেশন/ফ্র্যাঞ্চাইজি) পরিদর্শনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে;

২৫.২। পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং কোন প্রকার সুপারিশ থাকলে তা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে;

২৫.৩। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা প্রতিনিধির নিকট কোন বিষয়ে অসংগতি বা বিধি/ নীতিমালা বহির্ভূত কোনো কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হলে কমিটি/প্রতিনিধির সুপারিশের প্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে;

২৬। আইন/ বিধিমালা/ নীতিমালা অনুসরণ:

২৬.১। অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক পরিশোধন/প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ ও বিপণনে অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যিকভাবে এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৭৪; পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬; বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ সহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য আইন/বিধিমালা/নীতিমালার সকল নির্দেশনা/শর্তাবলী এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে;

২৬.২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কিংবা বিপিসি কর্তৃক প্রয়োজনীয়তার নিরীখে আমদানি, প্ল্যান্ট পরিচালনা, জ্বালানি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, মূল্য কাঠামো, বিপণন, দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা এ নীতিমালার অধীনে অনুসরণযোগ্য হবে।

২৭। নীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা:

এই নীতিমালায় কোন অস্পষ্টতা থাকলে এবং কোনো অনুচ্ছেদ বা বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৮। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন:

এই নীতিমালা প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করার সকল ক্ষমতা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সংরক্ষণ করে।

মোঃ নুরুল আলম
সচিব।

ফরম-'ক'

আবেদন ফরম

"বেসরকারি পর্যায়ে রিফাইনারি স্থাপন, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ ও বিপণন নীতিমালা-২০২৩"

ক্রঃ	আবশ্যকীয় তথ্যাদি			বিবরণ
১.	কোম্পানির নাম		:	
২.	আবেদনকারীর নাম, পদবি এবং জাতীয়তা		:	
৩.	ঠিকানা		:	
৪.	প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবস্থান		:	
		ক) উপজেলা/ থানা	:	
		খ) জেলা	:	
		গ) জমির পরিমাণ	:	
		ঘ) রিফাইনারির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা	:	
৫.	সংযুক্তি		:	
	ক) প্রকল্প প্রস্তাব/ প্রোফর্মা		:	
	খ) জমির মালিকানা (জমির মালিক/ ইজারা গ্রহীতা এবং আবেদনকারী একই ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান হতে হবে) সংক্রান্ত কাগজপত্রের সার্টিফাইড কপি		:	
	গ) আর্থিক সক্ষমতার প্রত্যয়ন পত্র (Bank Solvency Certificate)		:	
	ঘ) প্রকল্পের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা, লে-আউট প্লান, Conceptual Process Flow Diagram, Yield Pattern		:	
	ঙ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট		:	
	চ) প্ল্যান্ট এবং স্থাপনাসমূহের বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নকশা (Lay-Out Plan)		:	
	ছ) প্রতিষ্ঠান অথবা উদ্যোক্তার আয়কর সনদ এবং পূর্বের বছরের আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখসহ)		:	
	জ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এবং মেমোরেন্ডাম এ্যান্ড আর্টিক্যাল অব এসোসিয়েশন		:	
	ঝ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র		:	

	ঞ) প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি (কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের)	:	
	ট) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি	:	
	ঠ) আবেদনকারীর দুই কপি সত্যায়িত ছবি	:	
	ঠ) প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবলের তালিকা	:	
	ড) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর অনুকূলে অফেরতযোগ্য ফি হিসেবে ১ (এক) কোটি টাকার পে-অর্ডারের বিবরণ	:	
	ঢ) ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতির তালিকা এবং অনুমোদিত লে-আউট	:	
	ঠ) প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্যের ও উপজাতের নির্ধারিত Yield Pattern/ Range এর প্রমাণপত্র/ ঘোষণাপত্র	:	
	ড) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে অনুমোদিত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার প্ল্যান	:	
	ঢ) জেলা প্রশাসনের অনাপত্তি	:	
	ণ) বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর অনুমতি	:	
	ত) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন) এর অনাপত্তি	:	

আমি/ আমরা এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যাদি সত্য এবং এতদসঙ্গে উপস্থাপিত দলিলাদি সঠিক। আমি/ আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, যদি রিফাইনারি স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়, তবে আমি/ আমরা সরকারি সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে মেনে চলবো। আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, "বেসরকারি পর্যায়ে রিফাইনারি স্থাপন, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ ও বিপণন নীতিমালা-২০২৩" অনুসরণ করবো, অত্র নীতিমালার শর্তাবলী অনুযায়ী রিফাইনারি স্থাপনের জন্য ইস্যুকৃত অনুমতি বা স্বত্ব-বিক্রয়, বন্ধক বা অন্য কোনরূপে হস্তান্তর করবো না। আমি/ আমরা এই মর্মে আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, এই অনুমোদন সংক্রান্ত কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে মন্ত্রণালয় আমার/ আমাদের অনুমোদন বাতিল করার সকল ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে, তবে শর্ত থাকে যে, সরকার এবং কোম্পানির মধ্যে উদ্ভূত কোনো বিরোধ (যদি থাকে) হলে এ সংক্রান্ত আইন/ বিধি-বিধানের আওতায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বিষয়টি নিষ্পত্তিযোগ্য হবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd